সমকাল

তারিখ ২৬ MAY 2017
পৃষ্ঠা 2

নারী সহকর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার

শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তাকে বরগুনায় বদলি

■ সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষা ভবন হিসেবে পরিচিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের এক নারী কর্মকর্তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ওই প্রতিষ্ঠানেরই একজন সহকারী প্রকৌশলী। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে শাখা পরিচালককে অবগত করেন ওই নারী কর্মকর্তা। অবগত হওয়ার পরও ওই শাখা পরিচালক প্রায় ১০ দিন বিষয়টি চেপে যান। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঘটনাটি জানার পর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তাকে গত বুধবার বরগুনায় শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। এ ঘটনার রেশ না কাটতেই ওই অধিদপ্তরের আরও এক উপ-পরিচালকের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। মাউশির নারী কর্মকর্তারা একজোট হয়ে মহাপরিচালকের কাছে ওই উপপরিচালকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তাকে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মাউশির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ১৪ মে মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার গবেষণা কর্মকর্তা কামরুন নাহার অফিস ছুটি শেষে বাসায় যাওয়ার জন্য অফিসের গাড়িতে ওঠেন। একই গাড়িতে যাতায়াত করেন মাউশির একই শাখার সহকারী প্রকৌশলী আবু তাহের চৌধুরী। কামরুন নাহার বিলম্বে গাড়িতে ওঠায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। কামরুন নাহার প্রতিবাদ জানালে আবু তাহের চৌধুরী আরও ক্রোধান্বিত হয়ে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করেন।

সূত্র জানায়, এমন ঘটনায় অপমানে হতবিহ্বল গবেষণা কর্মকর্তা কামরুন নাহার গাড়ি থেকে নেমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। ড. জাহাঙ্গীর বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য না করতে কামরুন নাহারকে পরামর্শ দেন। পরে তিনি তার অন্য নারী সহকর্মীদের ঘটনাটি জানান। ক্যাডার পদে কর্মরত একজন নারী সহকর্মী সম্পর্কে একজন কর্মকর্তার অপমানসূচক মন্তব্যের প্রতিবাদে মাউশির নারী কর্মকর্তারা একজোট হয়ে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামানের কাছে অভিযোগ করেন। মহাপরিচালক ওই নারী কর্মকর্তাকে ডেকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলেন। কামরুন নাহার লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে বাদ সাধেন শাখা পরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি তাকে প্রথমে ভয়ভীতি দেখান এবং পরে অনুনয়-বিনয় করেন। কিন্তু কামরুন নাহার বিচারের দাবিতে অটল থেকে লিখিত অভিযোগ দেন।

গত বুধবার ঘটনাটি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবগত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহাপরিচালককে নির্দেশ দেন অভিযুক্ত সহকারী প্রকৌশলী আবু তাহের চৌধুরীকে দূরবর্তী কোনো স্থানে বদলি করার। ওই দিনই তাকে বরগুনা জেলা অফিসে সংযুক্ত করে বদলির আদেশ জারি করা হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে গবেষণা কর্মকর্তা কামরুন নাহার গণমাধ্যমের সঙ্গে মন্তব্য করতে রাজি হননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করায় তাকেও পাওয়া যায়নি। তবে মাউশির মহাপরিচালক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আবু তাহের চৌধুরীকে বদলি করা হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, নারী সহকর্মীর প্রতি সম্মানের দৃষ্টি নিয়ে চলতে না পারলে অথবা অসদাচরণ করলে কাউকে শিক্ষা ভবনে রাখা হবে না। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও অফিসে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে যারা কাজ করতে পারবেন তারাই কেবল শিক্ষা ভবনে কাজ করবেন।

এদিকে, ওই সহকারী প্রকৌশলীকে বদলি করার পর মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধেও নারী সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ তুলেছেন ওই শাখার একাধিক নারী কর্মকর্তা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শাখার একজন নারী সহকারী পরিচালক সমকালকে বলেন, 'উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর সবসময়ই নারী সহকর্মীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে কথা বলেন। নানা কুৎসিত ইঙ্গিত করেন। বিষয়টি আমরা মহাপরিচালককে জানিয়েছি।'

মাউশির মহাপরিচালক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেনের বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি আমরা দেখছি।